যুগান্তর

03 SEP 2013
তারিখ ... 03 SEP 2013 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৬ ...

প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটি বন্ধের সুপারিশ

ইউজিসির দুই কর্মকর্তার বাধ্যতামূলক অবসর

যুগান্তর রিপোর্ট

এক মাসের আলটিমেটাম দিয়ে প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটি বন্ধের সুপারিশ করছে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি)। অপরদিকে ঘুষ কেলেংকারির দায়ে ইউজিসির দুই কর্মকর্তাকে বাধ্যতামূলক অবসরে পাঠানো হয়েছে। সংস্থাটির (ইউজিসি) চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবদুল মান্নান এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি যুগান্তরকে বলেন, তদন্তে ওই দুই ■ পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ৪

প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটি বন্ধের সুপারিশ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

কর্মকর্তার আর্থিক অনিয়ম প্রমাণিত হয়েছে। সরকারি চাকরিবিধি অনুযায়ী এটি গুরুদণ্ড দেয়ার মতো অপরাধ। সে কারণে তাদের উল্লিখিত শাস্তি দেয়া হয়েছে।

জানা গেছে, ইউজিসির একটি টিম সম্প্রতি প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটি পরিদর্শনে যায়। টিমের সদস্যরা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ দেখে হতবাক হয়ে যান। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রপতি বা চ্যান্সেলর নিযুক্ত ভিসি, প্রোভিসি এবং কোষাধ্যক্ষ নেই। এমনকি প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তা হিসেবে রেজিস্ট্রার থাকার কথা থাকলেও বিশ্ববিদ্যালয়টিতে তাও নিয়োগ দেয়া হয়নি। নামেমাত্র একটি সিন্ডিকেট আছে। এতে সরকার মনোনীত সদস্য নেই। ইউজিসি মনোনীত সদস্য থাকলেও তাকে বৈঠকে আমন্ত্রণ জানানো হয় না। এমন অভিযোগও ইউজিসি পেয়েছে, বোর্ড অব ট্রাস্টিজ (বিওটি) সিন্ডিকেট বৈঠক করতে দেয় না। একজন ডেপুটি রেজিস্ট্রারের ইশারায় চলে বিশ্ববিদ্যালয়। লাইব্রেরিতে কিছু বই আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে একবার জমি দেখিয়ে তা আবার বিওটির সদস্য ফেরত নিয়েছেন। ইউজিসি টিম পরিদর্শনে গেলে এ ব্যাপারে জানানো হয়, জমি কেনার প্রক্রিয়া চলছে।

দায়িত্বশীল সূত্র জানায়, এসব বিষয় নিয়ে ইউজিসি মন্ত্রণালয়ে একটি পরিদর্শন প্রতিবেদন পাঠাতে যাচ্ছে। তাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে রিজার্ভ ফান্ড, একাডেমিক পরিবেশসহ অন্যান্য দিক উল্লেখ থাকছে। এ ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে ত্বরিত ব্যবস্থা না নিলে অচলাবস্থা সৃষ্টি হবে বলে প্রতিবেদনে মন্তব্য করেছে কমিটি। এ কারণে সুপারিশ করা হয়, উল্লিখিত শর্তগুলো এক মাসের মধ্যে প্রতিপালনের নির্দেশনা দেয়া যেতে পারে। নইলে এক মাস পর বিশ্ববিদ্যালয়টি বন্ধ করে দেয়া যেতে পারে।

এর আগে ৭ আগস্ট ইউনিভার্সিটি অব সাউথ এশিয়া পরিদর্শনে যায় ইউজিসির চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল। পরে এই বিশ্ববিদ্যালয়ও বন্ধের সুপারিশ করে প্রতিবেদন পাঠায় ইউজিসি। জানা গেছে, এই বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধের প্রক্রিয়া মন্ত্রণালয় শুরু করেছে। এ সংক্রান্ত একটি ফাইল অনুমোদনের জন্য বর্তমানে শিক্ষামন্ত্রীর টেবিলে আছে। সূত্র জানায়, ইউনিভার্সিটিকে এ লক্ষ্যে আগে একটি শোকজ পাঠানো হবে। শোকজ নোটিশের জবাব সন্তোষজনক না হলে বিশ্ববিদ্যালয়টি বন্ধ করে দেবে মন্ত্রণালয়।

দুই কর্মকর্তা বাধ্যতামূলক অবসরে : খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি প্রকল্প থেকে ১০ লাখ টাকা ঘুষ দাবির দায়ে ইউজিসির দুই কর্মকর্তাকে বাধ্যতামূলক অবসরে পাঠানো হয়েছে। বুধবার বিকালে এ সংক্রান্ত আদেশ জারি করা হয়। চাকরিচ্যুত দুই কর্মকর্তা হলেন— ভারপ্রাপ্ত পরিচালক নাসিমা রহমান ও সিনিয়র সহকারী পরিচালক মো. আতোয়ার রহমান। এর আগে তাদের বাধ্যতামূলক ছুটিতে পাঠানো হয়েছিল।

৪ মে যুগান্তরে এই ঘুষ কেলেংকারির খবর ছাপা হয়েছিল। জানা যায়, এই দুই কর্মকর্তা এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ২ কর্মকর্তাসহ ৪টি স্বল্পস্থার কর্মকর্তারা খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৮৬ কোটি টাকার উন্নয়ন কাজ সরেজমিন পরিদর্শনে গিয়েছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসির অভিযোগ, পরিদর্শনে যাওয়ার আগেই ফোনে ১০ লাখ টাকা ঘুষ দাবি করা হয়। এমনকি পরিদর্শনে যাওয়ার পরও ওই অর্থ দেয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করা হয়। এমনি নানা অভিযোগ খোদ ভিসি শিক্ষা সচিবসহ সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের জানান। ওই ঘটনার পরই ইউজিসির দুই কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ওই শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হয়। একইসঙ্গে অভিযোগ তদন্তে কমিশনের সদস্য অধ্যাপক আখতার হোসেনকে প্রধান করে তিন সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির প্রতিবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ইউজিসি দু'জনের ব্যাপারে ওই সিদ্ধান্ত নেয়।

উল্লেখ্য, এ ঘটনায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব অশোক কুমার বিশ্বাসকে প্রধান করে আরেকটি কমিটি গঠন করা হয়। ওই ঘটনার পর মন্ত্রণালয়ে কর্মরত দুই কর্মকর্তাকে তাদের মূল মন্ত্রণালয়ে ফেরত পাঠানো হয়েছে।